মোতালেব সাহেবের টাইম মেশিন!

আহসান হাবীব

মোতালেব সাহেব একজন অতি উঁচুদরের সায়েন্টিস্ট।

কিন্তু জাতি তাকে চিনল না। না চিনুক, তাতে তার কোনো সমস্যা নেই। তিনি নীরবে-নিভৃতে বিজ্ঞান সাধনা করে চলেছেন।

সাধক কাম সায়েন্টিস্ট মোতালেব সাহেব একদিন পুরনো ঢাকার ধোলাই খালের পাশে একটা পার্টস খুঁজতে গিয়েছেন, সেখানে তার পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সেই পুরনো বন্ধু তাকে অদ্ভুত এক গল্প শোনাল; মূল গল্পে যাওয়ার আগে গল্পটা শোনা যেতে পারে।

বন্ধুর একটি গাড়ি আছে অতি পুরনো মডেলের। সেই গাড়ির ডানপাশের ভিউ মিরর একদিন চুরি হয়ে গেল। তিনি পুরনো ঢাকায় খুঁজতে এসে পেয়ে গেলেন সেই ভিউ মিরর। তারটাই। নিজেরটাই তিনি কিনে নিলেন একহাজার টাকায়। দু'মাস না যেতেই আবার চুরি। আবার তিনি ছুটে এলেন সেই আগের দোকানে। হ্যাঁ তাদের কাছেই আছে তার ভিউ মিরর। তারটাই আবার কিনলেন একহাজার টাকা দিয়ে। তৃতীয়বার যখন চুরি হলো, তিনি আর গেলেন না সেই দোকানে। এবার দোকানদার নিজেই ফোন করল, স্যার আইলেন না?

না।

ক্যান স্যার! আপনের ভিউ মিরর লাগব না? এই জিনিস তো আর কোথাও পাইবেন না।

দরকার নাই আমার।

ঠিক আছে স্যার সাতশ' টাকা দিয়েন, নিয়া যান।

না পাঁচশ' টাকা দিব, তুমি এসে ফিট করে দিয়ে যাও।

তাই হলো। এবং দোকানদারের সঙ্গে চুক্তি হলো প্রতি মাসে পাঁচশ' টাকা করে দিলে তার ভিউ মিরর আর চুরি হবে না।

বলিস কী, এই অবস্থা?... তা আজ এখানে কেন?

আবার এসেছি চুক্তি করতে।

কিসের চুক্তি ?

বাহ, এবার বাঁ-পাশের ভিউ মিররটা চুরি হয়েছে যে!

পুরনো ঢাকায় দেখা হওয়া সেই পুরনো বন্ধুই মোতালেব সাহেবকে এক অদ্ভুত জিনিসের সন্ধান দিলেন।

জিনিসটা কী পরে বলছি। তবে জিনিসটি দেখেই মোতালেব সাহেব বুঝে গেলেন এর মাহাত্ম্য। উত্তেজনায় তার হার্টবিট বেড়ে গেল, তিনি দোকানের দরজা ধরে কোনো মতে নিজেকে সামলালেন।

কী অইছে আপনের ? দোকানদার না জিজ্ঞেস করে পারল না যেন।

না, কিছু না।

কিছু না মানে ? আপনে তো হালায় বাঁশপাতার লাহান কাঁপবার লাগছেন।

দেখ, আমাকে 'হালা' বলবে না, আমি তোমার শ্যালক নই।

আইচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, বহেন এই চেয়ারডায়।

দোকানদার দয়াপরবশ হয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়। মোতালেব সাহেব কোনো মতে দোকানের একমাত্র চেয়ারটিতে বসে নিজেকে শান্ত করলেন। তারপর ভাবলেন যে-কোনো মূল্যে এ জিনিস আজই এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে যেতেই হবে। বাই হুক অর ক্যাপ্টেন জেমস কুক!

ওটা কত ? বিশাল যন্ত্রটার দিকে আঙুল তুলে মোতালেব সাহেব বললেন।

এটা এমনেই লয়া যান, ভুয়া মাল, দোকানের অর্ধেকটাই খায়া লইছে।

ঘটনা সত্যি। জিনিসটা অর্থাৎ যন্ত্রটা (জিনিস না বলে যন্ত্র বলাই ভালো, ওটা আসলে একটা বিরাটকায় যন্ত্রই) দোকানের অর্ধেকটাই যেন দখল করে নিয়েছে।

'এমনে লয়া যান' দোকানদারের বাক্যটি শুনে মোতালেব সাহেব আবার বুকের ভেতর চাপ বোধ করলেন। হার্ট অ্যাটাক না আজ হয়েই যায়। যাহোক শেষপর্যন্ত 'এমনেই লয়া যান' যন্ত্রটির যে দাম দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নির্ধারিত হলো, সেটা শুনেও হার্ট অ্যাটাক হবার জোগাড় হলো মোতালেব সাহেবের। তবু তিনি জীবনবাজি রেখে জিনিসটি কিনে ফেললেন। একটি আড়াই টনি ট্রাক ভাড়া করে সেই যন্ত্রটি নিয়ে বাড়ি রওনা দিলেন।

পথে তিন তিরিক্কে নয়বার ট্রাফিক সার্জেন্ট তাকে আটকাল।

জিনিসটা কী ?

দেখতেই পাচ্ছেন একটা পুরনো যন্ত্র।

কিসের যন্ত্র ?

সেটা আমিও জানি না। পুরনো পার্টস-টার্টস কাজে লাগতে পারে, তাই কিনলাম।

আপনি কী করেন ?

আমি একজন বিজ্ঞানী!

এই যন্ত্র নামাতে হবে।

কেন ?

এই গাড়ির এই রোডে চলার রোড-পারমিট নাই। এই ড্রাইভার, গাড়ি সাইড করো।

মোতালেব সাহেব বুকে চাপবোধ করলেন আবার। বারোজন লোক লেগেছে ঐ যন্ত্রটি ট্রাকে উঠাতে। তিনি দ্রুত নেমে সার্জেন্টের সঙ্গে 'হ্যান্ড শেক' করলেন। 'অর্থনৈতিক হ্যান্ডশেক'। মনে মনে মোতালেব সাহেব সার্জেন্টের প্রশংসা করলেন। 'পামিং' অসাধারণ লোকটির। একসময় কি ম্যাজিক-ট্যাজিক জানত নাকি কে জানে!

ট্রাফিক সার্জেন্ট যে নয়বার মোতালেব সাহেবকে আটকাল, তার মধ্যে সাতবারই তাকে হ্যান্ডশেক করতে হলো। আর দুবার ট্রাকের ড্রাইভার 'ম্যানেজ' করল। বিশাল যন্ত্রটি নিয়ে যখন বাসার দরজায় পৌঁছলেন তখন তিনি কপর্দকশূন্য।

যন্ত্রটি আসলে কী ? এবার বলা যেতে পারে। যন্ত্রটি হচ্ছে, এইচ. জি. ওয়েলস-এর সেই অতি পুরাতন অতি বিখ্যাত টাইম মেশিন। এটা কী করে ধোলাইখালে এলো তা অবশ্য এই গল্পের মূল বিষয় নয়।

মোতালেব সাহেব নাওয়া-খাওয়া ভুলে পরবর্তী ছয় মাস ঐ টাইম মেশিনের পেছনে লেগে রইলেন। পুরনো পার্টস বদলে নতুন পার্টস

লাগালেন, নতুন নতুন সার্কিট লাগালেন, মোটকথা যন্ত্রটাকে তিনি রিপেয়ার করে মোটামুটি দাঁড় করিয়ে ফেললেন। অতঃপর এক মাহেন্দ্রক্ষণে টাইম মেশিনটি সম্পূর্ণ ঠিক হলো। এখন চড়ে বসলেই যে-কেউ চলে যেতে পারবে অতীতে যেখানে খুশি। তিনি আবেগের আতিশয্যে স্ত্রীকে ডেকে এনে প্রথম বললেন আদ্যপান্ত টাইম মেশিনের কথা। স্ত্রী ঠান্ডা মাথায় সব শুনে উঠে গিয়ে বাজারের ব্যাগটা এনে বললেন, যাও তো তোমার টাইম মেশিনে চড়ে চট করে আমিন বাজার থেকে পাঁচ কেজি গরুর গোস্ত নিয়ে আস। ঐ বাজারের গোস্তটা ভালো।

মোতালেব সাহেব বহু কষ্টে রাগ সামলে বললেন, হঠাৎ গরুর গোস্ত কেন ? ফ্রিজ ভরা মাছ আছে, তাই রাঁধো না কেন... তাছাড়া গরুর গোস্ত আমার নিষেধ, কলেস্টরেল হাই।

আহ, তোমার জন্য কে বলেছে ? আজ মলিদের খেতে বলেছি দুপুরে... যাও আর কথা বাড়িও না, চট করে নিয়ে আস...।

মোতালেব সাহেব ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছেন এই মুহূর্তে টাইম মেশিনে চড়ে পালাতে হবে। তিনি স্ত্রীর চেয়ে বেশি ভয় পান শ্যালিকা মলিকে। মলি আসলে...। ওহ্ তিনি আর ভাবতে পারেন না যেন। পৃথিবীর সব দুলাভাইদের অপর নাম 'চান্স মোহাম্মদ'; কারণ তারা সবসময় শ্যালিকাদের ওপর চান্স নেয়। কিন্তু মোতালেব সাহেবের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এক্ষেত্রে শ্যালিকাই চান্স নেয় দুলাভাইয়ের ওপরে।

শিউরে উঠলেন মোতালেব সাহেব। একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে তার। তখন তিনি সদ্য বিবাহিত। বাসায় স্ত্রী নেই। ভার্সিটিতে পড়া অবিবাহিত শ্যালিকা মলি এসে হাজির।

দুলাভাই, কী করছেন ?

দেখতেই পাচ্ছ *ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম* পড়ছি।

আরে রাখেন আপনের হিস্ট্রি। আগে আমার হিস্ট্রি শুনেন।

তোমার আবার হিস্ট্রি কী ?

আমাদের ক্লাশের একটা ছেলে না আমাকে ....

মলি সেই ছেলেকে নিয়ে যে দুর্ধর্ষ কাহিনী ফাঁদল তাতে মোতালেব সাহেবের দুই ফর্সা কান প্রথমে রক্তিম বর্ণ ধারণ করল, তারপর মেরুন হয়ে বেগুনির দিকে.... মানে বেনীআসহকলার সকল কলাই স্পর্শ করে গেল যেন। কম্পিত গলায় তিনি শুধু বললেন— মলি, তুমি ইমিডিয়েট ছেলেটিকে বিয়ে কর। দরকার মনে করলে আমি তোমার আপাকে বলি।

কী গাধার মতো কথা বলছেন দুলাভাই! আমি তো ওকে লেজে খেলাচ্ছি।

আর ঠিক তখনই স্ত্রীর প্রবেশ।

মলি, তুই কখন এলি ? ওকী! তোমার মুখ-চোখ ওরকম কেন ?

মানে ?

মানে ওরকম ঘামছ কেন ? মুখ-চোখ লাল।

কী বলছ তুমি ?

এহ! কচি খোকা। এই মলি, বল ও কী করেছে।

মলি চুপ। আর কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন মোতালেব সাহেব। হাত থেকে খসে পড়ল *ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম*।

সেই শুরু। মলি যেন এক জীবন্ত অত্যাচার। সেই মলি আসছে। মোতালেব সাহেব আর দেরি করলেন না, লাফিয়ে উঠে চড়ে বসলেন তার টাইম মেশিনে, মানে এইচ. জি. ওয়েলস-এর টাইম মেশিনে। কিন্তু যাবেনটা কোথায় ? ভবিষ্যতে না অতীতে ? ঠিক তখনি দরজায় নক।

কে ? চিৎকার করলেন মোতালেব সাহেব।

বাবা আমি। তার মেয়ে এষার গলা।

কী ব্যাপার বাবা ?

বাবা একটু দরকার আছে, দরজাটা খুলো।

মোতালেব সাহেব বাধ্য হয়ে উঠে এসে দরজা খুললেন। তার কিশোরী কন্যা দাঁড়িয়ে। হাতে একটা বই। বোধহয় কোনো পাঠ্য বই।

কী ব্যাপার বাবা ?

বাবা, ইতিহাসের আঁস্তাকুড় কী ?

কেন, হঠাৎ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ের কী দরকার পড়ল ?

এই যে এখানে একটা লেখায় লিখেছে 'চাটুকাররা একদিন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে', এর মানে কী ?

মোতালেব সাহেব যতটা সম্ভব তাকে বুঝিয়ে বললেন। এর মধ্যে হঠাৎ স্ত্রী এসে হাজির। যথারীতি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার, তুমি এখনো যাও নি!

কোথায় যাব ?

ওহ্! এর মধ্যে সব ভুলে খেয়ে বসে আছ ? বললাম না মলিরা আজ দুপুরে খেতে আসবে ? ওরা কিন্তু রওনা হয়ে গেছে, ঘন্টাখানেকের মধ্যে চলে আসবে!

'বাপরে' বলে টাইম মেশিনে চড়ে বসলেন মোতালেব সাহেব। তিনি ততক্ষণে ঠিক করে ফেললেন কোথায় যাবেন, তিনি যাবেন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

হুশ্ করে লাফিয়ে উঠে তার টাইম মেশিন বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে কাঁপতে লাগল। তারপর আর কী, ঘরের ভেতর ভয়ঙ্কর একটা ধুলোর ঝড় তুলে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল বিশাল আস্ত যন্ত্রটি।

পৃথিবীর সময়ের হিসেবে মাত্র এক মিনিট আঠার সেকেন্ডে মোতালেব সাহেব পৌঁছে গেলেন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বিরান এক বনভূমি। মাঝখানে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। সেখানেই অনেকটা বাঁশের কেল্লার মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা কিছু। কী বলা যায় ওটাকে ? কোনো দুর্গ ? দুর্গের মতোই দেখাচ্ছে অনেকটা। দুর্গের গেটের কাছে মেশিনটাকে নিয়ে গেলেন মোতালেব সাহেব, অনেকটা ভাসতে ভাসতেই। টাইম মেশিন থেকে নেমে মোতালেব সাহেব এগিয়ে গেলেন। এটাই ইতিহাসের আঁস্তাকুড়। নিশ্চিত হলেন মোতালেব সাহেব। দুর্গের গেটের ওপর দিকে একটা সাইনবোর্ডের মতো পাওয়া গেল। গেট খুলে ঢুকতে যাবেন, তখন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ের কেয়ারটেকার ধরনের একজন লোক তাকে আটকাল।

কীভাবে এসেছেন এখানে ?

টাইম মেশিনে চড়ে এসেছি।

টাইম মেশিন কী ?

তার আগে বুঝতে হবে আপনি কী পাশ। আপনি কি সায়েন্সের ছাত্র ছিলেন ?

সায়েন্স কী ?

মোতালেব সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একে এখন কীভাবে বোঝাবেন! তবু যা হোক হাত-পা নেড়ে কোনো মতে তার টাইম মেশিনে চড়ে আসাটা ব্যাখ্যা করলেন। কেয়ারটেকার মোটামুটি বুঝল বলেই মনে হলো কিংবা বোঝার ভান করল।

তা কেন এসেছেন এখানে ?

আসলে এসেছি আমাদের দেশটা তো ধরেন ডুবতে বসেছে রাজনীতিবিদ আর তাদের চাটুকারদের জন্য। তা কথায় আছে না— চাটুকাররা একদিন নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। সেটাই দেখতে এসেছি, ওরা আসলেই এখানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কি না!

কিন্তু এটা জেনে কী হবে ? কী লাভ ?

লাভ হয়তো কিছু নেই... ধরেন স্রেফ কৌতূহল।

কেয়ারটেকার নিঃশব্দে মাথা এপাশ-ওপাশ করল। বিষণ্ন গলায় বলল— নারে ভাই, ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে বিশ্বাসঘাতক, বদ রাজনীতিবিদ, চাটুকার কেউ নেই।

বলেন কী! তারা কোথায় ?

তারা সব ফিরে গেছে।

কোথায় ফিরে গেছে ?

কেয়ারটেকার যেন উদাস হয়ে যায়। তার কথার উত্তর দেয় না। চোখ বুজে কিছু ভাবে। মোতালেব সাহেব আবার একই প্রশ্ন করেন তাকে, কোথায় ফিরে গেছে তারা ?

যেন সংবিত ফিরে পায় ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ের কেয়ারটেকার। চোখ খুলে তাকায় মোতালেব সাহেবের দিকে। বলে, আর কোথায়! যার যার জায়গায় ধরাধরি করে চাটুকারি করে পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে গেছে পৃথিবীতে।

পৃথিবীতে!

হ্যাঁ, ওরা পৃথিবীতে না গেলে ওটাকে নরক বানাবে কারা ?

বলেন কী, তাহলে এই ইতিহাসের আঁস্তাকুড় সম্পূর্ণ শূন্য!

হ্যাঁ শূন্য। কেউ থাকে নি এখানে...

কিন্তু আপনি ?

আমি রয়ে গেছি।

মানে! কেন ?

ভালো করে তাকান আমার দিকে, চেনা যায় ?

না মানে... আরে তাই তো, চেনা চেনা লাগছে, তবে...।

মোতালেব সাহেব চোখ বুজে পিছনের দিকে তাকান। বুঝি বুঝি করেও যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। চোখ খুলেন তিনি।

ঠিক ধরতে পারছেন না ?

ঠিক ধরেছেন।

আমার চোয়ালে দাড়ি, কল্পনা করুন মাথায় টুপি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন বোধহয়... আপনি তো আপনি তো...।

হতভম্ব হয়ে যান মোতালেব সাহেব। আরে এই তো সেই....

বলুন।

হ্যাঁ, আপনি তো সেই কুখ্যাত রাজাকার...।

হু। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেই কুখ্যাত রাজাকার।

কিন্তু আপনি তো ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে ঠিকই আছেন দেখছি।

আমি আর ফিরে যাই নি।

কেন ?

এখন নব্যরাজাকারদের যুগ চলছে, আমরা পুরনোরা গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে লাভ কী ? বোম টোম ফাটিয়ে রগ কেটে ওরা তো বেশ জমিয়েছে মনে হচ্ছে। তাছাড়া...

তাছাড়া ?

তাছাড়া ইতিহাস যেভাবে বিকৃত হচ্ছে, তাতে করে আমার ধারণা একদিন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারাই এখানে চলে আসবে, তখন তাদের...।

মোতালেব সাহেব খেয়াল করলেন কেয়ারটেকার ক্রূর একটা হাসি হাসল যেন। বড় ভয়ঙ্কর সেই হাসি। মোতালেব সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন।

চললেন ?

হু যাই।

দাঁড়ান।

দাঁড়ালেন মোতালেব সাহেব।

একটা কথা বোধহয় আপনি খেয়াল করেন নি।

কী ?

ঐ যে বললাম একদিন এখানে মুক্তিযোদ্ধারাই আসবে...। সেই প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়ে গেছে।

মানে ?

মানে আপনি।

কী বলছেন আপনি ?

আপনি যেমন আমাকে চিনতে পেরেছেন, আমিও আপনাকে চিনতে পেরেছি।

কেয়ারটেকারের ক্রূর হাসিটা যেন আস্তে আস্তে বিস্তৃত হচ্ছে। একটা হাত কি সে পেছনের দিকে নিচ্ছে ?

মোতালেব সাহেব খুব সাবধানে পকেটে হাত দিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি একজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, ব্যাপারটা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। ভুলে থাকতেই চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে ভুলে থাকতে দিবে না ওরা। তার মনে পড়ছে, সেই উদ্দাম সময়ে ছোট-বড় মাঝারি অনেক ধরনের অস্ত্র চালিয়েছেন তিনি। কিন্তু টাইম মেশিনের ভেতর যে ছোট্ট অস্ত্রের মতো বস্তুটি পেয়েছিলেন সেটি কি চালাতে পারবেন ? কাজ করবে যন্ত্রটি ?

তবে না ছোট্ট যন্ত্রটি কাজ করল। বেশ ভালোভাবেই কাজ করল। ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ের কেয়ারটেকার। তার হাতের অল্প বাঁকা তলোয়ারটি আড়াআড়িভাবে পড়ে রইল তারই একটি খণ্ডিত হাতের ওপর।

বিস্তীর্ণ বিরান বনভূমির ওপর দিয়ে তখন কেমন একটা উদ্দাম ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল যেন। সেই বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ের বাঁশের কেল্লায়। মড়মড় করে একটা শব্দ উঠল। মোতালেব সাহেব আর দেরি করলেন না। টাইম মেশিনে চড়ে বসলেন। ইগনিশন সুইচ অন করতেই বাইরে ঠিক আগের মতো একটা ধুলোর ঝড় উঠল। শূন্যে পাক খেয়ে লাফিয়ে উঠল এইচ জি ওয়েলস-এর টাইম মেশিনটি।

টাইম মেশিনে চড়ে ফেরার পথে মোতালেব সাহেব আর ঘড়ির দিকে তাকালেন না। একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলেন মাত্র।

সে কী, তুমি এখনো যাও নি! ঐ মেশিনটায় বসে বসে মাছি মারছ ?

মোতালেব সাহেব তাকিয়ে দেখেন তার স্ত্রী কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, টেরই পান নি। মোতালেব সাহেব স্বগতোক্তি করলেন, মাছি নয়, রাজাকার। ❖

কার্টুন : আহসান হাবীব